।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।।

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত যার ভেরী সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সালে ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ) তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর জোড়াসাঁকো পল্লীর সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং মাতা সারদা দেবী। দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চদশটি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অষ্টম। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে ঠাকুর পরিবারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার হরগৌরীর মিলন ঘটিয়াছিল। একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সুপরিচিত জীবনদর্শন উপনিষদের ভাবধারায় বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে সিক্ত ও সরস করিতেছিল তেমনই ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবল প্রগতিধারা তাঁহার চিত্তকে তেজোদীপ্ত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গ তথা ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হিসাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ঋষিকল্প পিতার প্রভাবে শিশু রবীন্দ্রনাথের চিত্তে অধ্যাত্ম সাধনার আকুতি জন্মে। ইংরাজী সাহিত্য ও সঙ্গীতের সাবলীল চর্চা বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব-সাহিত্য ও সঙ্গীতের দরবারে আপনার স্থান করিয়া লইবার সহজ অধিকার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সন্তানদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। এজন্য তিনি তাহাদের বিদ্যাভ্যাসের জন্য যেমন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতেন তেমনই তাহাদের জন্য পারিবারিক সঙ্গীত শিক্ষকও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গৃহশিক্ষক-গণের নিকট হইতে বালক রবীন্দ্রনাথ বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে গতানুগতিকভাবে পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রি অর্জন না করিলেও সাহিত্যের সকল ধারায় অনায়াস দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছিল অদম্য। বিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের বাহিরে আসিয়া বিশ্বসাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গন হইতেই তাঁহার মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির

সব তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছিল—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
... ...
প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে
তাদের সবার সাথে মোর একমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার লাভ করি আনন্দের ভোগ।"

আবার বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট প্রভৃতি কলাবন্ত সঙ্গীতাচার্যগণের সান্নিধ্যে প্রচলিত সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতির নিয়ম নিগড়কে পরিহার করিয়াও বালক রবীন্দ্রনাথ সুরের গুরুর নিকট হইতে সুরের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরের প্রবাহ রবীন্দ্রচিত্তকে বাল্যকালেই পরিষিক্ত করিয়া ভবিষ্যত জীবনে তাঁহাকে গান ও সুর রচনার ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত অধিকার দান করিয়াছিল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে—কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় এমনকি অভিনয় এবং চিত্রাঙ্কনেও যেমন সর্বোত্তম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তেমনই সহজেই তিনি গানের রাজার আসনটি অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুমহান ও সুবিমল ভাব ও ভাবনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় গীতিকার হিসাবেই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের বাণীমূর্তি কথা অংশ রচনায় তিনি যেমন অনায়াস দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন তেমনি সুরসৃষ্টিতে তাঁহাকে মনোহারী সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান পার্বতী পরমেশ্বরের মতই পরস্পর সম্পৃক্ত। ভানুসিংহের পদাবলী, বাল্মীকি প্রতিভা, শৈশব সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, গীতিমাল্য, গীতালি, একাধারে কবিতা ও গান।

মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন

এবং তাঁহার যৌবনকালেই বাংলা সাহিত্য জগতে নিজেকে কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া তাঁহার উর্বর লেখনী আমাদের কাব্যসঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কথিকা, ধর্মতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি অজস্রধারায় দান করিয়াছে। ভাব, চিন্তা, আবেগ, কল্পনা, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও সঙ্গীতের বিচিত্র দীপ্তি সমারোহ মানব মনীষার দুর্লভ ধ্যানের জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার রচনায় যেমন ভাষার অপূর্ব কারুকার্য তেমনই ভাবের বিচিত্র লীলা, যেমন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের অপরূপ বিলাস তেমনই নিগূঢ় অধ্যাত্ম অনুভূতি, যেমনই মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তেমনই মনোহারী শিল্প রসসৃষ্টি। তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি দেশ কাল ও পাত্রের সংকীর্ণ গণ্ডি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সভায় সার্বজনীনরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। প্রথম কাব্য রচনা বনফুল হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, কল্পনা, খেয়া, বলাকা, পুরবী, মহুয়া, বীথিকা, পত্রপুট, প্রান্তিক, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, জন্মদিনে এবং শেষ লেখা পর্যন্ত প্রায় ৩৪টি কাব্যগ্রন্থে বিস্তৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র কাব্য রচনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন নাই। উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা আপন অধিকারে অবিসংবাদিত সাক্ষর রাখিয়া দিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর হাট, নৌকাডুবি, চোখের বালি, চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহাকে সাহিত্যের এই শাখায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাংলা ছোট গল্পের সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথেরই কীর্তি। চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ প্রভৃতি কাব্যনাট্য, রাজা ও রাণী, বিসর্জন এবং মালিনী প্রভৃতি রোমান্টিক ট্রাজেডি – রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, প্রভৃতি রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক, গৃহপ্রবেশ, বাঁশরী প্রভৃতি সামাজিক নাটক, গোলায়গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা প্রভৃতি কৌতুকনাট্য শেষবর্ষণ, বসন্ত, নবীন প্রভৃতি ঋতুনাট্য এবং চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, শাপমোচন প্রভৃতি নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর নাট্য

পরিভ্রমণ করেন। নোবেল পুরস্কার লাভের পর তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল ভারতবর্ষের সংস্কৃতি দূত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর গৌরবোজ্জ্বল জীবন যাপনের পর ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ) পরলোক গমন করেন।